সংবাদ

তারিখ ০৮ JAN 2016
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বিনামূল্যের বই নিয়ে অনিয়ম দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিন

বগুড়ার শেরপুর উপজেলার বিভিন্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বিনামূল্যের সরকারি বই বিতরণে অনিয়মের অভিযোগ পাওয়া গেছে। বিদ্যালয়ের নির্ধারিত সেশন ফি ও বেতনের টাকা দিতে না পারায় শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যের সরকারি বই দেয়া হচ্ছে না। বিনামূল্যের বই না পেয়ে শেরপুর উপজেলার খামারকান্দি উচ্চ বিদ্যালয়ের অর্ধশতাধিক শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকরা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার বরাবরে লিখিত অভিযোগ করেন। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা অভিযোগের সত্যতা স্বীকার করে বলেন, টাকার বিনিময়ে বিনামূল্যের সরকারি বই বিতরণ করা হচ্ছে খামারকান্দি উচ্চ বিদ্যালয়ে।

এ প্রসঙ্গে কয়েকজন অভিভাবক বলেন, বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গত ৩১ ডিসেম্বর বার্ষিক ফল প্রকাশ অনুষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীদের বকেয়া সেশন ও ভর্তি ফি এবং বেতনের টাকা পরিশোধের জন্য বলা হয়। অনেকেই বকেয়া পরিশোধ করলেও কতিপয় ছাত্রছাত্রী করেনি। তাদেরই বিনামূল্যের সরকারি বই দেয়া হয়নি। এতে শিক্ষার্থী এবং অভিভাবক উভয়ই অসন্তোষ প্রকাশ করেছে।

এর আগে নারায়ণগঞ্জে, কুড়িগ্রামের রৌমারী ও রাজিবপুর এবং কিশোরগঞ্জের কিছু বিদ্যালয়ে টাকার বিনিময়ে বিনামূল্যের বই বিতরণে অনিয়মের অভিযোগ পাওয়া গেছে। নারায়ণগঞ্জের অভিযোগটি আমলে নিয়ে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নিয়েছে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা। খামারকান্দি উচ্চ বিদ্যালয়ের পরিচালনা কমিটির জনৈক সদস্য বলেন, প্রধান শিক্ষকের একক সিদ্ধান্তে টাকা ছাড়া বই দেয়া হচ্ছে না। অথচ বছরের প্রথম দিনেই সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীদের হাতে পাঠ্যপুস্তক তুলে দেয়ার সরকারি নির্দেশনা রয়েছে। সে মোতাবেক সব শিক্ষার্থীকে বিনামূল্যের এসব বই দিতে হবে। বিদ্যালয়ের বেতন, সেশন ফিসহ অন্যান্য টাকার জন্য সরকারি বই দেয়া না দেয়ার কোন সম্পর্ক নেই। প্রতি বছরই বিনামূল্যের সরকারি বই বিতরণের ক্ষেত্রে অনিয়ম ও অভিযোগের খবর পাওয়া যায়। দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা নেয়া হয় না বলে প্রতি বছরই এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে। শিশুরা প্রতি বছরই বিনামূল্যের সরকারি বই পাওয়ার জন্য প্রতীক্ষায় থাকে। আশায় থাকে যে বিনামূল্যের বই পেলে তারা উৎসব করবে। কিন্তু তাদের আশায় গুড়েবালি দিয়ে একটি চক্র বই নিয়ে ব্যবসা করে।

সারাদেশে বিনামূল্যে বই বিতরণ ব্যবসাটি মনিটরিংয়ের আওতায় আনা হোক। যেসব বিদ্যালয়ে বিনামূল্যের বই নিয়ে ব্যবসা করা হয়েছে সেই স্কুলের এমপিওভুক্তি বাতিল করে ব্যবস্থাপনা কমিটি ভেঙে শিক্ষকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হোক।

দেশের যেখানে এমন অনিয়মের ঘটনা পাওয়া যাবে সেখানেই তাৎক্ষণিক দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে।